59

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 MAY 1996 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৪ ......

# উচ্চ মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

শাহনেওয়াজ

আগামী ২৮ মে এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোন দুষ্কৃতকারী যাতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব তুলে ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিক্রি করতে না পারে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করার পর থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের নিরাপদ হেফাজতের জন্য কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষাসচিব প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কাছে লেখা এক আধাসরকারি চিঠিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে সারা দেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবক এক দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি ও বিক্রি করে অবৈধভাবে লাভবান হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করেছে। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি গোটা শিক্ষা

(১১ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

## উচ্চ মাধ্যমিক

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন এবং পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

শিক্ষাসচিব তাঁর তিন পৃষ্ঠার চিঠিতে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি বা নিয়ম সম্পর্কে সকলকে পুরোপুরিভাবে জানতে হবে এবং প্রতিটি অনুশাসন কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার আগের দিন কোন অবস্থাতেই প্রশ্নপত্র মিলানোর অজুহাতে প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক খোলা যাবে না।

আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সচিব বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যে সমস্ত কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বেশি কিংবা ছাত্রসংখ্যা বেশি সেই সমস্ত কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রয়োজন বোধে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরীক্ষা পরিচালনার সময় কোন কেন্দ্রে কোন কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত কেন্দ্রের চলতি পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনের জন্যও সেই পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে সাধারণভাবে কোন কলেজের বা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ঐ কলেজ বা কেন্দ্রে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। অবৈধভাবে উত্তরপত্র সংরক্ষণের কোন ঘটনা নজরে আসা মাত্রই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে প্রবেশের সময় তাদের দেহ তল্লাশি করতে হবে। তল্লাশির সময় অবৈধ কাগজ, বইপত্র নিয়ে নিতে হবে। আর পরীক্ষার হলে কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নকল পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পরে কোন ক্ষ পরিদর্শকের কাছে কোন উদ্বৃত্ত প্রশ্নপত্র বা কোন উত্তরপত্র থাকতে পারবে না। হল পরিদর্শকগণ পরীক্ষা পরিচালনা ঠিকমতো করছেন কি না, সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এদিকে বিজি প্রেস প্রশ্নপত্র ছাপার কাজে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে। যারা এই শাখায় কাজ করবে তাদের পোশাক পকেটবিহীন করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, এদের দেহ তল্লাশির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী বছর থেকে বোর্ডের প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসের পরিবর্তে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানোর চিন্তাভাবনা করছে।